বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৫

(২০১৫ সনের ২ নং আইন)

গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উৎকর্ষতা আনয়ন ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু বিদ্যুৎ ও জ্বালানির বহুমুখী ব্যবহারের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, জ্বালানি সংরক্ষণ ও রূপান্তরসহ উহার নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার স্বার্থে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা সাধন জরুরী; এবং

যেহেতু বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে উক্ত খাতের গবেষণা, গবেষণার মাধ্যমে প্রযুক্তির উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা সাধন, নূতন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক ও বিজ্ঞানীদের গবেষণা কার্যে সম্পৃক্তকরণের প্রক্রিয়া সমন্বয়ের জন্য জাতীয়ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক; এবং

যেহেতু উক্ত উদ্দেশ্যসমূহ সাধনকল্পে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল, যথা :-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

*এস, আর, ও নং ৩০৮-আইন/২০১৫, তারিখ: ২১ অক্টোবর, ২০১৫ ইং দ্বারা ১০ কার্তিক ১৪২২ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২৫ অক্টোবর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ উক্ত আইন কার্যকর হইয়াছে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(১) "উপদেষ্টা পরিষদ" অর্থ ধারা ১১ এর অধীন গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ;

(২) "কাউন্সিল" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল;

(৩) "গভর্নিং বডি" অর্থ ধারা ৭ অনুসারে গঠিত গভর্নিং বডি;

(৪) "চেয়ারম্যান" অর্থ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান;

(৫) "জ্বালানি" অর্থ নবায়নযোগ্য ও অ-নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং এইরূপ জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে সৃষ্ট শক্তি;

(৬) "তহবিল" অর্থ ধারা ২২ এ উল্লিখিত বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল তহবিল;

(৭) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৮) "বিদ্যুৎ" অর্থ যে কোন উদ্দেশ্যে উৎপাদিত, ব্যবহৃত, সরবরাহ বা বিতরণকৃত বৈদ্যুতিক জ্বালানি বা শক্তি;

(৯) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১০) "সদস্য" অর্থ গভর্নিং বডির সদস্য; এবং

(১১) "সরকার" অর্থ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এর বিদ্যুৎ বিভাগ।

দ্বিতীয় অধ্যায়
কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা, কার্যাবলী, ইত্যাদি

কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা

৩। (১) সরকার, এই আইন কার্যকর হইবার পর, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল নামে একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা নিজ নাম ব্যবহারে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

কাউন্সিলের কার্যালয়

৪। (১) কাউন্সিলের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) কাউন্সিল, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, দেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলী

৫। কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

(১) জাতীয় প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক স্বল্প মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচালনা এবং উহার সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

(২) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি গবেষণা সম্পর্কিত বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(৩) বিদ্যুৎ ও জ্বালানির উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং উহার দক্ষ ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজে উৎসাহ প্রদান;

(৪) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যে উৎসাহ প্রদান এবং উক্ত গবেষণাকার্যের সমন্বয় সাধন;

(৫) জাতীয় বা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক ও বিজ্ঞানীদের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংক্রান্ত গবেষণা কাজে সম্পৃক্তকরণ;

(৬) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিদ্যমান প্রযুক্তির উন্নয়ন, উৎকর্ষতা সাধন ও নূতন প্রযুক্তি উদ্ভাবন;

(৭) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মাধ্যমে জ্বালানী সাশ্রয়ী পণ্যসমূহের উৎপাদন ব্যয় হ্রাসপূর্বক জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে আনয়ন বা গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(৮) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক গবেষণালব্ধ ফলাফল ও উহার প্রয়োগ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করিবার উদ্দেশ্যে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা কর্মশালার আয়োজন এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৯) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাগার ও গবেষণাগার স্থাপনসহ ইহাতে নিয়োজিত গবেষকগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষার কার্যক্রম গ্রহণ;

(১০) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের প্রায়োগিক গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ;

(১১) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং উক্ত সমস্যা নিরসনে করণীয় সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(১২) কাউন্সিলের বাজেট প্রস্তাব অনুমোদনসহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সম্পর্কিত গবেষণা পরিকল্পনা প্রস্তাব পর্যালোচনা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

(১৩) গবেষকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত গবেষণা প্রস্তাবসহ উহার বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট পরীক্ষা, মূল্যায়ন এবং অনুমোদন;

(১৪) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহিত নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা;

(১৫) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক সরকারি, আধা-সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের চলমান কার্যক্রমসহ নূতন গবেষণা কার্যক্রমের সহিত সমন্বয়

সাধনে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান;

(১৬) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদন; এবং

(১৭) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি, প্রবিধান দ্বারা বা সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

তৃতীয় অধ্যায়

পরিচালনা ও প্রশাসন, গভর্নিং বডি, উপদেষ্টা পরিষদ, ইত্যাদি

পরিচালনা ও প্রশাসন

৬। কাউন্সিলের একটি গভর্নিং বডি থাকিবে এবং কাউন্সিলের ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও প্রশাসন উক্ত গভর্নিং বডির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং কাউন্সিল যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে গভর্নিং বডিও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

গভর্নিং বডি

৭। (১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গভর্নিং বডি গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) একজন চেয়ারম্যান;

(খ) ৪ (চার) জন সদস্য;

(গ) বিদ্যুৎ বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঘ) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বিদ্যুৎ বা জ্বালানি সংক্রান্ত বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিনিধি; এবং

(চ) বিদ্যুৎ বা জ্বালানি বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ বা গবেষকদের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন ব্যক্তি।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) ও (খ) তে উল্লিখিত সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে নিযুক্ত হইবেন এবং তাহারা কাউন্সিলের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে কোন সময় উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) ও (খ) তে উল্লিখিত কোন সদস্যকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) ও (চ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার প্রয়োজনবোধে যে কোন সময় কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন মনোনীত সদস্যের মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) ও (চ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ সরকারের নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

প্রধান নির্বাহী

৮। চেয়ারম্যান কাউন্সিলের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং তিনি কাউন্সিলের যাবতীয় কার্যাবলীর জন্য দায়ী থাকিবেন।

গভর্নিং বডির সভা

৯। (১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, গভর্নিং বডি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) গভর্নিং বডির সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি ৩(তিন) মাসে গভর্নিং বডির অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইতে হইবে।

(৩) গভর্নিং বডির সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সদস্য উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) গভর্নিং বডির সভার কোরামের জন্য চেয়ারম্যানসহ উহার মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের বেশী সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) গভর্নিং বডির সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

(৬) গভর্নিং বডি উহার সভায় কোন আলোচ্য বিষয় সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি বা বিশেষ অবদান রাখিতে সক্ষম এইরূপ যে কোন ব্যক্তিকে সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে এবং উক্ত ব্যক্তি সভার আলোচনায় অংশগ্রহণপূর্বক মতামত প্রদান করিতে পারিবেন, তবে তাহার কোন ভোটাধিকার থাকিবে না।

(৭) শুধুমাত্র কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা গভর্নিং বডি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে গভর্নিং বডির কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।